দৈনিক জনকণ্ঠ

179

তারিখ AUG 19 1999
পৃষ্ঠা 7 কলাম 4

কারমাইকেল কলেজ ক্যাম্পাস ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে॥ শিবির কর্মীরা হল ছাড়েনি শিক্ষকরাও আন্দোলনে নামছেন

রংপুর, ১৮ আগস্ট (নিজস্ব সংবাদদাতা) ঃ রংপুরের কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ক্যাম্পাস ও হলসমূহ এখন আবারও ছাত্র শিবিরের সন্ত্রাসীদের নিয়ন্ত্রণে। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী তারা মঙ্গল ও বুধবার আওয়ামী লীগ ও জাসদ সমর্থিত ছাত্রলীগের অনেক নেতাকর্মীকেই ক্যাম্পাসে ঢুকতে ও পরীক্ষায় অংশ নিতে দেয়নি। এর আগে সোমবার তারা হীরক ও কনক নামে দু' ছাত্র নেতাকে মারপিট করতে থাকলে অধ্যক্ষসহ চার শিক্ষক তাদের রক্ষার জন্য এগিয়ে এলে তারা শিক্ষকগণকেও মারধর করে এবং এক পর্যায়ে প্রভাষক সবুরকে পিস্তল উঁচিয়ে হুমকি দিয়ে যায়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্টাফ কাউন্সিলের জরুরী সভায় শিক্ষকরা ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সকল ক্লাস বর্জন ও মঙ্গলবার সকাল ১০টার মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের হল ত্যাগের নির্দেশ দেন। এ নির্দেশের পর বিভিন্ন সংগঠনের নেতাকর্মীরা হল ত্যাগ করলেও শিবিরের অনেক কর্মী হল ছাড়েনি। উপরন্তু তারা বিভিন্ন স্থান থেকে তাদের ক্যাডারদের নিয়ে এসে আশপাশের মেসগুলোতে অবস্থান করছে। এই পরিস্থিতিতে কারমাইকেল ক্যাম্পাস ও পার্শ্ববর্তী লালবাগ এলাকা ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। সাধারণ ছাত্রছাত্রী পাশাপাশি শিক্ষকরাও আন্দোলনে নেমেছেন শিবিরের সন্ত্রাসী তৎপরতার বিরুদ্ধে। আজ বৃহস্পতিবার শিক্ষকরা সন্ত্রাসী শিবির কর্মীদের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবিতে মৌন মিছিলসহ জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের কাছে স্মারকলিপি দেবেন।

বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, গত ২৬ জুলাই রাতে শিবির সন্ত্রাসীরা কলেজ ক্যাম্পাসে নির্মীয়মাণ মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য 'প্রজন্ম'-এর বেদী ও পাটাতন ভেঙ্গে ফেলার পর কলেজে কোণঠাসা হয়ে পড়ে। এর পর তারা খুঁজতে থাকে নতুন ইস্যু। গত বৃহস্পতিবার বিকালে তারা একটি বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে ফেরার পথে প্রেসক্লাবের সামনে মিছিলকারীদের হাত থেকে দু'টি বোমা পড়ে গিয়ে বিস্ফোরণ ঘটে। এতে তাদের কয়েক কর্মী গুরুতর জখম হয়। ছাত্রলীগের বোমা হামলায় এই বিস্ফোরণ ঘটে বলে তারা দাবি করে এবং ছাত্রলীগ (বা-অ) ও (চু-ক)-এর নেতাকর্মীদের ক্যাম্পাসে ঢোকা নিষিদ্ধ করে। এদিকে মঙ্গলবার থেকে অনার্স পার্ট-১ ও ২ পরীক্ষা শুরুর প্রাক্কালে সোমবার জাসদ সমর্থিত ছাত্রলীগের হীরক ও কনক অধ্যক্ষের কক্ষে তাদের নিরাপত্তা প্রসঙ্গে কথা বলে বেরিয়ে আসার সময় শিবির সন্ত্রাসীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। তাদের রক্ষা করতে সবুর ও আজিজ নামে দু' প্রভাষক এগিয়ে এলে শিবির সন্ত্রাসীরা দু' প্রভাষককে পিস্তল ঠেকায় বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়। এ অবস্থা দেখে অধ্যক্ষ প্রফেসর আব্দুল হাই চৌধুরী ও সহযোগী অধ্যাপক মাজহারুল ইসলাম এগিয়ে এলে তারা তাঁদের ওপরও চড়াও হয় এবং এক পর্যায়ে বসার টুল দিয়ে শিক্ষকদের মারপিট করে। এ ঘটনার পর অধ্যক্ষ বাদী হয়ে থানায় একটি মামলা করেছেন, তবে কেউ গ্রেপতার হয়নি। তাঁরা সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের দাবিতে ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সকল ক্লাস বর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ সময়ের মধ্যে গ্রেফতার না হলে তারা অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্লাস বর্জন কর্মসূচী নেবেন বলে কলেজ সূত্র জানায়। বর্তমানে শিবির কর্মীরা হলসমূহেই অবস্থান করছে।